দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 MAR 2039
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ... ১

ভোলায় কওমি মাদ্রাসা কার্যক্রমের তদন্ত শুরু

॥ আক্তসার উদ্দিন বাবুল, দৌলতখান (ভোলা) সংবাদদাতা ॥

বোরহানউদ্দিনে গ্রিন ক্রিসেন্ট মাদ্রাসায় অস্ত্র ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়ার পর ভোলার বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে থাকা কওমি মাদ্রাসাগুলোর তালিকা ও কার্যক্রমের তদন্তে নেমেছে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন। জেলা প্রশাসক মোঃ মেসবাহুল ইসলাম ২৫ মার্চ এক বিশেষ সভায় সকল ইউএনও ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের তালিকা ও কার্যক্রম তদন্ত করে তালিকা তৈরির নির্দেশ দেন। দৌলতখানের ইউএনও দৌলতখান উপজেলার ১০টি কওমী মাদ্রাসায় গিয়ে ছাত্রদের তালিকা দেখে বিধিত হন। এই মাদ্রাসাগুলোর প্রায় সকল ছাত্রই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে।

এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, ভোলায় প্রায় দুই শতাধিক কওমি মাদ্রাসা আছে। বিশেষ করে দুর্গম ও চরাঞ্চলের কওমি মাদ্রাসাগুলোর উপর বিশেষ গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে। চলতি মাসেই মাদ্রাসাগুলোর হালনাগাদ তালিকা তৈরি হবে বলে প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানান। গোয়েন্দা সূত্র মনে করছে, কওমী মাদ্রাসার আড়ালে কোন কোন মাদ্রাসায় গোপনে জঙ্গি প্রশিক্ষণ চালানো হতে পারে। ছাত্রদের পরিচয় সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে।

এদিকে গোয়েন্দা সূত্র আশঙ্কা করছে, ভোলার তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, বোরহানউদ্দিন এলাকার মেঘনা ও বঙ্গোপসাগর দিয়ে গোপনে অস্ত্রের চালান আসতে পারে। কারণ এ রুটে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে যায় ছোট-বড় ট্রলার। এসব ট্রলারে সার, চোরাচালান হয়। এদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য কোষ্ট গার্ডকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

আটক জঙ্গি রাসেলকে জিজ্ঞাসাবাদ

এদিকে ভোলার অস্ত্র ভাণ্ডার আবিষ্কারের সময় আটককৃত মাদ্রাসা শিক্ষক মোঃ রাসেলকে দিনভর ঢাকায় র‍্যাব হেড কোয়ার্টারে জয়েন্ট ইন্টারগেশন সেলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। অস্ত্র মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা শুক্রবার মোবাইলে এ তথ্য জানান। তবে কি তথ্য পাওয়া গেছে, মামলার স্বার্থে তা প্রকাশ করেননি তিনি। রাসেলকে বৃহস্পতিবার রাতেই ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। বাকী ৩ জনকে বোরহানউদ্দিন থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।